তারিখ : 10 JUL 2017
পৃষ্ঠা … কলাম …

সংবাদ

গোপালগঞ্জে স্কুলের পরীক্ষায় অতিরিক্ত ফি

প্রতিনিধি, গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে বৌলতলী সাহাপুর সম্মিলনী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রথম সমায়িক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে রসিদ ছাড়া অবৈধভাবে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হচ্ছে। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বৌলতলীর ওই স্কুলটিতে পরীক্ষার ফি, মাসিক বেতনসহ অন্যান্য খাতে শিক্ষার্থী প্রতি ১৬৫০ টাকা আদায় করছে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রতি ১০৫০ টাকা বেশি আদায় করা হচ্ছে। উপজেলার অন্য স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৫২০ থেকে ৬০০ টাকা আদায় করা হচ্ছে। বৌলতলী সাহাপুর সম্মিলনী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায়কৃত টাকা কোন রসিদ প্রদান করা হচ্ছে না। ১ জুলাই ঈদের ছুটি শেষে স্কুল খোলা হয়। এরপর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সেশন ফি, পরীক্ষার ফি, মাসিক বেতনসহ অন্যান্য খাতের টাকা আদায় শুরু হয়। গত বৃহস্পতিবার ৫ জুলাই থেকে স্কুলের প্রথম সাময়িক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায়কৃত টাকার রসিদ প্রদান করা হয়নি। শিক্ষার্থী প্রতি ১৬৫০ টাকা আদায় করা হলেও কয়েক দিন পরে শিক্ষার্থীদের ৬০০ টাকার রসিদ প্রদান করা হবে বলে স্কুলের ইংরেজি বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক ভুপতি বিশ্বাস জানান। স্কুল ও অভিভাবক সূত্রে জানা গেছে , ওই স্কুলে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ৭৮৩ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। এর মধ্যে ৬৮৬ শিক্ষার্থী প্রথম সময়িক পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। ৬৮৬ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে সেসন ফি, পরীক্ষার ফিসহ ১৬৫০ টাকা করে আদায় করা হয়েছে।

স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী তাসফিন আহম্মেদ চয়নের পিতা রুহুল আমীন উকিল বলেন, জানুয়ারি মাসে ছেলে ভর্তির সময় সেশন ফি ৫০০ টাকা দিয়েছি। পরীক্ষার সময় সেশন ফি আদায়ের বিধান নেই। এ সময় তারা পরীক্ষার ফি ও মাসিক বকেয়া বেতনের টাকা আদায় করতে পারে। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এস.এম মোর্শেদ বলেন, প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৫২০ থেকে ৬০০ টাকা আদায় মানানসই। কিন্তু সেখানে বৌলতলী সাহাপুর সম্মিলনী উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৬৫০ টাকা আদায় করা হচ্ছে বলে শুনেছি। টাকা আদায় করে রসিদ দেয়া হচ্ছে না। এটা অতি রঞ্জিত । এ ব্যাপারে ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে। গোপালগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শিক্ষা ও আইসিটি আঃ জলিল বলেন, অভিযোগ পেয়ে আমি গত ৪ জুলাই ওই স্কুলে যাই। শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে ফি আদায় সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখি। আগামী ৩ কার্য দিবসের মধ্যে বিগত বছর গুলোতে আদায়কৃত টাকার ব্যায়ের হিসাব দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছি। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ আশরাফুল আলম অতিরিক্ত টাকা আদায়ের কথা অস্বীকার করে বলেন, স্কুলে প্রতিপক্ষ রয়েছে। তাই তারা বারবার স্কুলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেন। মামলার কারণে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি নেই। স্কুলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লেনদেন বন্ধ রাখা হয়েছে। তাই আমাকেই সিদ্ধান্ত নিয়েই স্কুল চালাতে হয়। আদায়কৃত টাকা কাছে রেখে খরচ করছি। এ ক্ষেত্রে কিছু ভুল ত্রুটি হতে পারে। তবে টাকা লুটপাট বা আত্মসাতের অভিযোগ সত্য নয়।